ভোরের কাগজ

DEC. 09 1999
পৃষ্ঠা ৮০ কলাম 2

দাদাভাই স্মরণে নাগরিক শোকসভায় বক্তারা

তিনি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার মানুষ গড়ার কাজ করে গেছেন

কাগজ প্রতিবেদক : রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মরণে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় বক্তারা বলেছেন, তার জীবনের লক্ষ্য অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার মানুষ গড়া। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সে লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন।

অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সভাপতিত্বে গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কলিম শরাফী 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' শীর্ষক শোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। দাদাভাইয়ের জীবনী পাঠ করেন শামসুজ্জামান খান এবং শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সারা যাকের। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সরদার ফজলুল করিম, রাহাত খান, রাশেদ খান মেনন, হাজী আব্দুস সামাদ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রামেন্দু মজুমদার, ড. আনিসুজ্জামান, দাদাভাইয়ের স্ত্রী নূরজাহান বেগম, হাসানুল হক ইনু, অধ্যাপক মান্নান চৌধুরী, মোজাফফর হোসেন পল্টু, অধ্যাপক আলী আসগর, হাশেম খান, গোলাম কিবরিয়া, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, আফজাল হোসেন, রফিকুন্নবী, ওয়াহিদুল হক, আব্দুল কাদের, এডভোকেট দীদার আলী, আসাদুজ্জামান নূর, হেনা দাস, মোস্তফা সরোয়ার, হাসানুজ্জামান হাসান, লায়লা হাসান, ইব্রাহিম খালেক, সেলিনা খালেক, লিয়াকত সিকদার, মঞ্জুরে খোদা টরিক প্রমুখ।

সরদার ফজলুল করিম বলেন, দাদাভাই প্রগতিশীল আন্দোলনের গৌরব। তিনি সেবা, ভালোবাসা, দেশপ্রেম, সাহস এসবের নতুন অর্থ নির্মাণ করেছেন। রাহাত খান বলেন, তিনি ছিলেন কর্মক্ষম কাজপাগল মানুষ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতে করতে তিনি খাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। তিনি নিজেও জানতেন না যে কতো বড়ো মানুষ ছিলেন তিনি। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, মানবিক গুণাবলী অর্জনের জন্য মানুষের যে লড়াই, দাদাভাই সে লড়াইয়ের সফল যোদ্ধা।

দাদাভাইয়ের স্ত্রী নূরজাহান বেগম দাদাভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ড. আনিসুজ্জামান বলেন, তিনি শিশুদের মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে শিখিয়েছেন, তার এ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, দাদাভাইয়ের মৃত্যুতে একটি প্রকৃত প্রতিষ্ঠানের অবসান হলো। শোকসভা শেষে সম্মিলিত কণ্ঠে 'দুঃখের তিমিরে প্রদীপ জ্বলে' গানটি পরিবেশিত হয়।

দাদাভাই স্মরণে শহীদ মিনারে আয়োজিত নাগরিক শোকসভা - ভোরের কাগজ